بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৫ অগাস্ট ২০১৯

লন্ডনে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধানের ঈদের খুৎবা

"নিজেদের ঈমানে দৃঢ়তর হও এবং অন্যের অধিকার আদায়ে সচেতন হও। এটিই ঈদুল আযহার শিক্ষা।" - হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ১২ অগাস্ট ২০১৯ লন্ডনের বায়তুল ফুতূহ মসজিদে ঈদুল আযহিয়ার খুৎবা প্রদান করেন।

খুতবায় সম্মানিত হুযূর প্রকৃত কুরবানির মূলতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। পশু কুরবানির উদ্দেশ্য এবং কেন ঈদুল আযহাতে মুসলমানদেরকে এমন করতে বলা হয় এ সম্পর্কেও সম্মানিত হুযূর বক্তব্য রাখেন।

সম্মানিত হুযূর তার খুতবার শুরুতে পবিত্র কোরআনের সূরা আল হাজ্জ এর ৩৮ নম্বর আয়াত পাঠ করেন যা মুসলমানদেরকে পশু কুরবানীর প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধির গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"খোদা তা'লা বলেছেন যে তাকওয়া হল সেই অন্তর্নিহিত সারবস্তু যা যে কোন পশু কুরবানীর পেছনে থাকা উচিত। এটি সেই বিষয় যা খোদা তা'লার কাছে প্রিয়। বাহ্যিক কুরবানীর মাধ্যমে কুরবানীকারী ব্যক্তি নিজের এ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, খোদাতা'লার খাতিরে তিনি নিজের সকল ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত রয়েছেন। ... কুরবানীকারী ব্যক্তির পশু কুরবানীর এই প্রক্রিয়া থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত এবং খোদা তা'লার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের ঊর্ধ্বতন উদ্দেশ্য লাভের জন্য তারও নিজ ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির সকল প্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।"

সম্মানিত হুযূর বলেন যে এটি মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যেন ঈদ উল আযহা এর উদযাপন থেকে উপলব্ধি ও শিক্ষা গ্রহণ করে যে ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার উপরে তাদের খোদা তা'লার আদেশাবলীকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। সম্মানিত হুযূর আরো বলেন যে, যদি এই ঈদ আমাদেরকে এই উদ্দেশ্য স্মরণ করাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে এটি আর যেকোন উৎসবের ন্যায় হবে আর এর প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন হবে না।

সম্মানিত হুযূর ব্যাখ্যায় বলেন যে, কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক সত্ত্বা একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আর এগুলো "একে অপরের সমান্তরালে চলে"। তারা একে অপরকে প্রভাবিত করে এবং এদের কোনোটিকেই উপেক্ষা করা যায় না।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এই বাহ্যিক কুরবানী সমূহ যা আমরা করে থাকি তা আমাদের আত্মাকে ঝাঁকুনি দেয়ার জন্য, তাকে উপলব্ধি করানোর জন্য যে যেভাবে এ পশুকে আমাদের ব্যবহারের জন্য কুরবানী করা হয়েছে, একজন প্রকৃত মুমিনের সকল প্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। সুতরাং আপনাদের দেহ ও আত্মাকে কুরবানীর জন্য প্রস্তুত করুন এবং নিজেদের তাকওয়ার মানকে উন্নীত করুন।"

সম্মানিত হুযূর বলেন যে যদিও কুরবানী কোন কোন সময়ে কঠিন হতে পারে, কিন্তু যারা আল্লাহ তা'লার খাতিরে কুরবানী করে থাকেন তাদের প্রতিদান কখনো শেষ হয় না।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যারা প্রতিটি ক্ষণে খোদা তা'লার জন্য সবকিছু কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকেন তাদের দুঃখ কষ্ট সমূহ খোদা তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে আনন্দে পরিণত হয়।"

সম্মানিত হুযূর আহমদী মুসলমানদের অন্যের অনুসরণের জন্য উচ্চ নৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং মসীহ মাওউদ (আ.) এর অনুসারী হওয়ার কাম্য মান বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আজকের এই যুগে, যখন আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.) কে গ্রহণ করেছি, তখন এটি আমাদের দায়িত্ব যেন আমরা মূল্যায়ন করে দেখি আমাদের প্রতিটি সৎকর্মের আদায়ের মান মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবাগণের মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, অথবা কমপক্ষে আমরা সেই মানে পৌঁছার জন্য সচেষ্ট কিনা। যদি আমরা দাবি করি যে আমরাই সেই শেষ যুগের (প্রতিশ্রুত) উম্মত, তবে আমাদেরকে অবশ্যই অসাধারণ দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করতে হবে।"

সম্মানিত হুযূর ব্যাখ্যা করে বলেন যে মুসলমানদের উচিত সর্বপ্রকার মন্দ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করা এবং এর পাশাপাশি খোদাতালা এবং মানবতার অধিকার আদায় করা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) মসীহ মাওউদ (আ.) এর একটি উদ্ধৃতি পড়ে শুনান যেখানে তিনি বলেন:

"আল্লাহ তা'লা চান যেন পৃথিবীতে একতা বিস্তার লাভ করে এবং যে তার ভাইকে কষ্ট দেয়, অন্যায় বা ধোঁকার আশ্রয় নেয়, এই ঐক্যের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। যতক্ষণ না হৃদয় হতে পাপ দূরীভূত হয়, প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। নিজেকে সকল প্রকার পাপ থেকে রক্ষা করার মধ্যেই প্রকৃত তাকওয়া নিহিত।"

খুতবার শেষ প্রান্তে সম্মানিত হুযূর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যদের নিকট কতক শ্রেণীর মানুষের জন্য দোয়ার তাহরীক করেন যাদের মধ্যে রয়েছে শহীদগণ, প্রাথমিক যুগের মুবাল্লেগীন (ধর্ম প্রচারকগণ) যারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পয়গাম কি বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছেছেন, ওয়াকেফীনে যিন্দেগী, মুখালেফাতের (বিরোধিতার) শিকার, এবং আসীরানে রাহে মাওলা (আল্লাহর পথে বন্দী)।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) তার খুতবা নিম্নের দোয়ার মাধ্যমে শেষ করেন:

"আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকে প্রকৃত তাকওয়ার পথে চলার তৌফিক দান করুন, কুরবানির এই ঈদ আমাদেরকে কুরবানীর প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান বুঝার এবং উপলব্ধি করার সুযোগ করে দিক এবং আমরা নিজেদেরকে সকল প্রকার পাপ থেকে পবিত্র করার বিষয়ে যেন সচেষ্ট হতে পারি। আর আমরা তাকওয়ার সূক্ষ্ম বিষয়াদি উপলব্ধির সাথে সাথে যেন আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সচেষ্ট থাকি, এবং তাদের মধ্যে গণ্য হতে পারি যারা তাঁর পক্ষ থেকে সুসংবাদ লাভ করে থাকেন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো দোয়া করেন:

"আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের দুর্বলতা সমূহ ঢেকে দিন, আমাদের উপর রহম করুন এবং আমাদের প্রত্যেককে নিজ ঈমান ও বিশ্বাসে অগ্রসর করুন। ইসলাম আহমদীয়া তথা প্রকৃত ইসলামের সাফল্যের আরও বৃহত্তর দৃষ্টান্ত যেন আমরা দেখার সৌভাগ্য লাভ করি, যেন সেই প্রকৃত উৎসবের দিনের আনন্দ সমূহ অনুভব করতে পারি। আপনারা এ দোয়া সমূহ করতে থাকুন, নিজ ঈমানে দৃঢ়তর হতে থাকুন এবং একে অপরের অধিকার আদায়ে সচেতন থাকুন। এই কুরবানীর ঈদ আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।"

খুতবা শেষে সম্মানিত হুযূর সকলকে ঈদ মোবারক বলে ঈদের শুভেচ্ছা জানান এবং দোয়ার মাধ্যমে শেষ করেন।